সামলিয়ে চল

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন। মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা, দাস্তুর, মাদাদ ইয়া শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, মাদাদ। তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

গতকাল আমরা একটি হাদিস পড়েছি যেখানে আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) বলেন, "মুদারাতুন নাস সাদাকা।" 'মানুষকে সামলানো', মানে, 'মানুষের প্রতি সহনশীলতা দেখানো সাদাকা'। সাদাকা গুরুত্বপূর্ণ কারণ সাদাকা বিপদ-আপদ দূরে রাখে এবং আয়ু বৃদ্ধি করে। এবং সহনশীলতাও একধরণের উদারতা। টাকা-পয়সা দেয়া ছাড়াও দান আছে।

একে অপরকে সহ্য করা এবং মানিয়ে চলা একটি ভালো জিনিস। এটিও সাদাকা যেন মুহূর্তেই মানুষ তর্কে লিপ্ত না হয়, একে অপরের হৃদয়ে দুঃখ না দেয় এবং ঝগড়া না করে। এই হাদিসটি মানুষকে সহিষ্ণু হতে উৎসাহ দেয় এবং এতে করে মানুষেরা একে অপরের সাথে আরামে থাকতে পারে। যারা সবকিছুর বিরুদ্ধে যায় তাদের পুরো জীবন দ্বন্দে ভরে যায় এবং তাদেরকে বলা হয় অসংগত মানুষ। অপরপক্ষে, যারা ধীরে মানিয়ে চলে তারা সবকিছুর ব্যাপারে সহনশীল হয়। আল্লাহ্ এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি সবাইকে একভাবে সৃষ্টি করেননি। বিভিন্ন ধরণের মানুষ আছে। তাদেরকে সামলাতে হবে এবং এই ছোট জীবনে মানিয়ে চলতে হবে। এটি একটি সুন্দর হাদিস যেন তোমরা আরামদায়ক হতে পারো এবং এই হাদিস পালনের সাওয়াব পেতে পারো। এই হাদিসের সাওয়াব লাভ করবে সাদাকা দান হিসেবে এবং অন্যের অনিষ্ট থেকেও হিফাযাতে থাকবে। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে মানুষজন সামলিয়ে চলার তাওফিক দান করুন।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

আমাদের সমাজে বাস করে আবৃত মানুষ, অনাবৃত মানুষ এবং অজ্ঞ মানুষ। মানুষের দিকে আমাদের ধীরে ধীরে আগানো উচিত। তোমরা যদি হঠাত করে ধর্ম থেকে দূরবর্তী লোকদের সামনাসামনি হও, তারা তোমাদের পুরোপুরি শত্রু হয়ে যেতে পারে। মানুষদেরকে মানিয়ে চলে তাদের দিকে আগানো আরও উত্তম পন্থা। ধর একজন পর্দা করে না কিন্তু সে নামায পড়ে। ঠিক আছে, ইনশাআল্লাহ্ সে ভবিষ্যতে পর্দা করবে। আরেকজন কিছুই করে না, তার ধর্ম সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই এবং হয়ত আমাদের ধর্মের দুটি শব্দও সে জানে না। তাকে এই বলে তিরস্কার কোরোনা যে, 'তুমি কাফির, তুমি শেষ।' তাদেরকে সামলে চল এবং ধীরে ধীরে সুন্দরভাবে তাদের দিকে অগ্রসর হও। তারাও হয়ত বা সঠিক পথে আসবে ইনশাআল্লাহ্।

আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর এই মনোরম কথাগুলো যেন আমরা মেনে চলি। আমরা যেন মানুষকে সামলিয়ে চলি। আমরা যেন আমাদের নিজেদেরকে এবং নিজেদের নাফসকে আগে দেখি। আমাদের নাফসকে যদি ছেড়ে দেয়া হত, তাদের চেয়েও আমরা খারাপ হতে পারতাম। তাই আমরা যেন এই হাদিস মেনে চলি যা কিনা আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ বাণী।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল

৩০ ডিসেম্বার ২০১৫, আকবাবা দারগাহ, ফজর নামায।